৫৬

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JUN 25 1999
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

ঢাকা কলেজের বেড়ে ওঠা

ইতিহাসের খেরো খাতা

মুনতাসীর মামুন

ঢাকা কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৮৪১ সালে। তারপর নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে এ শতকের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয় কলেজটি। বঙ্গভঙ্গের পর সরকার বিশেষভাবে মনোযোগী হয় কলেজটির উন্নতিকরণে এবং তারই ফলে ঢাকা কলেজ অচিরে পরিণত হয় বাংলার অন্যতম শিক্ষা কেন্দ্রে।

বঙ্গভঙ্গের পর রমনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল নতুন ঢাকা শহর। নতুন শহরে প্রায় ৬৫ একর বা ২১০ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করা হয় ঢাকা কলেজের জন্য। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী বিদ্যমান কলেজ থেকে দু'মাইল দূরে, রেলওয়ে স্টেশনের পাশে ছিল জমিটি। এই জমি হলো বর্তমান কার্জন হল প্রাঙ্গণ। ১৯০৪ সালে, কার্জন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে এসে লর্ড কার্জন বক্তৃতায় বলেছিলেন, তিনি আশা করেন, এই চমৎকার জায়গায় একটি আবাসিক কলেজ গড়ে উঠবে, যেখানে শুধু ছাত্রদের আবাসিক হলই নয়, অধ্যক্ষ এবং প্রফেসরদের বাসগৃহও থাকবে। এই অধ্যাপকরা হবেন হিন্দু ও মুসলমান হলের তত্ত্বাবধায়ক। ফলে দু'সম্প্রদায় ও ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠবে। একটি আবাসিক কলেজ না হলে তা সম্ভবপর নয়। রিপোর্টের ভাষায় "unless a residential college can create a new social, moral and intellectual climate, it will not be able to mould the character of its students and to inspire them with high ideals of life."

এ প্রসঙ্গে প্রথমে কার্জন হলের কথা উল্লেখ করতে হয়। কারণ, একে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল নতুন কলেজ প্রাঙ্গণ। বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হওয়ার পর প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে ঢাকাকে গড়ে তোলার জন্য রমনায় যেসব ইমারত নির্মিত হয়েছিল কার্জন হল তার মধ্যে অন্যতম। ১৯০৪ সালে একটি পাঠাগারের জন্য নির্মিত হয়েছিল কার্জন হল। এটি নির্মাণের অর্থ প্রদান করেছিলেন ভাওয়ালের রাজকুমার। পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে–

"ঢাকা কলেজ নিমতলীতে স্থানান্তরিত হইবে। এই কলেজের সংস্রবে একটি পাঠাগার নির্মাণের জন্য সুযোগ্য প্রিন্সিপাল ডাক্তার রায় মহাশয় যত্নবান ছিলেন। বড়লাট বাহাদুরের আগমন উপলক্ষে ভাওয়ালের রাজকুমারগণ এই অঞ্চলে লর্ড কার্জন বাহাদুরের নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত 'কার্জন হল' নামে একটি সাধারণ পাঠাগার নির্মাণার্থ দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। নিমতলীতে কলেজ কম্পাউন্ডের মধ্যে এই হল নির্মিত হইবে স্থিরীকৃত হওয়াতে গত শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকার সময় বড়লাট বাহাদুর স্বহস্তে এই হলের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন।"

পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, কার্জন ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে বলেন, "... শহরের মধ্যভাগে কলেজের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করাই অভিপ্রেত ছিল, কিন্তু উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করিতে এত ব্যয় বাহুল্য আবশ্যক যে কস্মিনকালেও এ উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত হইতো কিনা সন্দেহ। উদ্দিষ্ট কার্যের জন্য এখানে প্রচুর পরিমাণ ভূমি সংগৃহীত হইয়াছে। বর্তমান সময়ে স্থানটি জঙ্গলময় দেখাইতেছে বটে, কিন্তু এখানে কলেজগৃহ এবং ছাত্রাবাসাদি নির্মিত হইলেই এই সকল দূরীভূত হইবে। এখানে হোস্টেল, ক্রীড়াভূমি এবং অধ্যাপকবর্গের নিকেতন নির্মিত হইবে, কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ প্রয়োজনীয় গৃহনির্মাণের ব্যয় প্রদান করিয়াছেন।..."

কার্জনের এই আশা পূরণ হয়েছিল। কার্জন হল নির্মিত হবার পর একজন পত্রিকায় লিখেছিলেন--

" Where once the owl did hoot
The jackal yell,
In thickets dwarf and tall,
There stands to-day, in state
A sentinel
The splendid Curzon Hall."

ডিপিআই পিকে রায় ১৯০৮ সালের দিকে ঢাকা কলেজের এইসব নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে এসেছিলেন। আক্ষেপ করে লিখেছেন, মূল কলেজ বিল্ডিংয়ের উত্তরে রাস্তার ওপারে নির্মিত হওয়ার কথা ছিল অধ্যক্ষের বাসভবন। কিন্তু সেই চমৎকার জায়গায় তা নির্মিত হয়নি। এই জায়গাটি নাকি সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বাসভবন নির্মাণের জন্য রাখা হয়েছে। অধ্যক্ষের বাসভবন নির্মিত হয়েছে বেশ খানিকটা দূরে, 'রেস গ্রাউন্ডসের' কোণায়। আশা করা যাচ্ছে যিনি খেলাধুলার চার্জে থাকবেন তাকেই এই বাসভবনটি দেয়া হবে। এই ভবনটি ছিল পুরনো হাই কোর্টের পেছনে, এখনও তা আছে। কলেজের উল্টোদিকে লাটভবন নির্মাণ পিকে রায়ের পছন্দ হয়নি (পুরনো হাইকোর্ট ভবন)। তাঁর মতে, এর জন্য নবাবদের শাহবাগ ছিল উপযুক্ত। সেটি সম্ভব না হলে ময়দানের পুবে মোহিনী মোহন রায়ের বাগানবাড়ি ছিল উত্তম। পুরো জায়গাটি কলেজের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এ কারণে যে, কলেজ বিল্ডিংয়ের সামনে আর কোন অট্টালিকা থাকবে না। ভবিষ্যতে কলেজের পরিধি বাড়বে, অট্টালিকার প্রয়োজন হবে, তখন জমি পাওয়া যাবে কোথায়? পিকে রায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন সরকারকে যে, অদূর ভবিষ্যতে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, ফিজিওলজি, ভূ-তত্ত্ব প্রভৃতি বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা অট্টালিকা, গবেষণাগার লাগবে।

এর পর তিনি কার্জন হলকে উল্লেখ করেছেন কলেজের মূল ইমারত হিসেবে। তবে ইমারতটির সমালোচনাও করেছেন তিনি। তাঁর মতে ইমারতটিতে আলো-হাওয়ার ঘাটতি হবে। কার্জন হল দৈর্ঘ্যে ১১০ ফুট, প্রস্থে ৬০ ফুট ও উচ্চতায় ৪৮ ফুট। এর অলঙ্করণর করেছেন রাজপুতানার একজন শিল্পী এবং এটিই হবে কলেজের 'গ্রান্ড এ্যাসেম্বলি হল'। ইচ্ছে হলে, প্রতিদিন ক্লাস শুরুর আগে প্রিন্সিপাল এখানে ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে পারেন। কলেজের অন্যান্য অনুষ্ঠানও এখানে হতে পারবে। সাধারণভাবে ছাত্র ও শিক্ষকদের কমনরুম হিসেবেও তা ব্যবহৃত হতে পারে। কার্জন হল ছাড়া মূল অট্টালিকায় আছে ১৮টি কক্ষ, যা কলেজের প্রয়োজনের তুলনায় ঠিক আছে। হিন্দু হোস্টেলটিরও তিনি প্রশংসা করেন। হিন্দু হোস্টেলটি ছিল বর্তমানের শহীদুল্লাহ্ হল। এখানে ধরে নেয়া যায়, কার্জন হল আর পাঠাগার হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি।

প্রেসিডেন্সী কলেজের জেএ কানিংহামও এ বিষয়ে একটি পরিদর্শন রিপোর্ট দেন। দু'জন অধ্যাপকের রিপোর্টও এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। তাঁরা সবাই কলেজ ভবন, চত্বর সবকিছুকে চমৎকার বলে উল্লেখ করে বলেন, অচিরেই ঢাকা কলেজ পূর্ববঙ্গের প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হবে, তবে কলেজের জন্য আরো অধ্যাপক দরকার।

পিকে রায়ের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৮২। প্রথম বর্ষে ৭৪ জন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে ৪৬ ও ৫৬ জন। চতুর্থ বর্ষে ৯৭ এবং পঞ্চম বর্ষে ৯ জন। ঐ সময় আইএ ক্লাসে পড়ানো হতো ইংরেজি, বাংলা/উর্দু, সংস্কৃত, ফার্সী, আরবী, লজিক, ইতিহাস, অংক, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন। বিএ পরীক্ষার জন্য বাংলা/উর্দু, সংস্কৃত, ফার্সী, মানসিক ও নৈতিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনৈতিক অর্থনীতি, রাজনৈতিক দর্শন, অংক, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন। পুরনো নিয়ম অনুযায়ী এমএ পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ছিল, ইংরেজি, আরবী, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন। শিক্ষকের সংখ্যা অধ্যক্ষসহ ছিল ১৫ জন। অধ্যক্ষ ছিলেন সিএইচ ব্রাউনিং।

১৯০৮ সালের ৩ অক্টোবর ভারত সরকার নিম্নোক্ত বিষয়গুলিতে ঢাকা কলেজকে সংশ্লিষ্টতা বা এ্যাফিলিয়েশন প্রদান করে--

আই.এ– ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী, ইতিহাস, লজিক, অংক, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন।

বি. এ– ইংরেজি (পাস ও অনার্স), বাংলা ও সংস্কৃত (ঐ), ফার্সী ও আরবী (পাস), দর্শন (ঐ), ইতিহাস (পাস ও অনার্স), অংক (পাস), পদার্থ বিদ্যা (ঐ), রসায়ন (পাস ও অনার্স)।

বিএসসি–অংক (পাস), পদার্থ বিদ্যা (ঐ), রসায়ন (পাস ও অনার্স)।

পরবর্তী সময়ে কলেজের বিজ্ঞানভবনের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান রসায়ন ভবনকে। লাটভবনও ব্যবহৃত হয়েছে কলেজ হিসেবে কিছুদিন। কলেজের চারজন অধ্যাপকের জন্য চারটি নতুন বাংলোও নির্মাণ করা হয়েছিল। ১৯১০-১১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক এইচআর জেমস ঢাকা কলেজ পরিদর্শন করে লিখেছিলেন-- পাঁচ বছর পর ঢাকায় এসে এবং ঢাকা কলেজের আশ্চর্য রূপান্তর দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। ১৯০৬ সালে আমি যখন পুরনো কলেজটি পরিদর্শন করেছিলাম তখন নতুন জায়গায় কার্জন হল ও সংলগ্ন অট্টালিকাগুলি নির্মিত হচ্ছিল এবং ছাত্রাবাসের বহিরঙ্গের সব কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। বঙ্গভঙ্গের দরুন দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে ঢাকা কলেজ তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে এবং শিক্ষকের সংখ্যা ১২ থেকে ২৭-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পরিবর্তনের ব্যাপারে এটিই বড় বিষয় নয়। আসল কথা হলো কলেজটি এখন সকল দিক থেকেই একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক কলেজে পরিণত হয়েছে। এখানে যাঁরা কর্মরত আছেন, তাঁরা সকলেই এই কলেজের জন্য গর্ববোধ করতে পারেন। আমার স্বল্পকালীন অবস্থানের সময়েও আমি এখানে কলেজ জীবনের সুস্থ, সুন্দর ও সুষম লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছি।